ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫০৩৯
আগরতলা, ২ মার্চ, ২০২৪

মৎস্য সহায়ক যোজনার উদ্বোধন
মৎস্যচাষিদের উৎসাহিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে ঃ মৎস্যমন্ত্রী

মৎস্যচাষ খুবই লাভজনক। মৎস্যচাষ করে খুব সহজেই আত্মনির্ভর হওয়া যায়। তাই রাজ্যের মৎস্যচাষিদের উৎসাহিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল মৎস্য সহায়ক যোজনা-২০২৪। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে মৎস্য সহায়ক যোজনা-২০২৪ এর উদ্বোধন করে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মৎস্যমন্ত্রী বলেন, এই যোজনায় নির্বাচিত মৎস্যজীবীদের মাছ চাষের জন্য বছরে ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এবছর প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের ১ হাজারের উপর মৎস্যজীবীকে এই সহায়তা দেওয়া হবে। আগামী ৫ বছরে ১৫ হাজার মৎস্যজীবীকে এই যোজনার আওতায় আনা হবে।

অনুষ্ঠানে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস আরও বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিকশিত ভারত গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। এই লক্ষ্যে মহিলা স্বশক্তিকরণ, যুব সমাজের উন্নয়ন, কৃষক ও গরিব অংশের মানুষের কল্যাণে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। আমাদের রাজ্যেও প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত রাজ্যে যে অগ্রগতি হয়েছে তা বিগত ২৫-৩০ বছরেও হয়নি। রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর করে তুলতে সরকার বহুমুখী কর্মসূচি নিয়েছে। মাছের উৎপাদন বাড়াতে পরিত্যক্ত জলাশয় ও পুকুরগুলিকে সংস্কার করা হচ্ছে। মহিলা স্বসহায়ক দলগুলিকে মৎস্যচাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস ও সমাজসেবী টুটন দাস। অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৮ জেলার ৮ জন মৎস্যজীবীকে মৎস্য সহায়ক যোজনার ৬ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। তাছাড়াও ৮ জন মৎস্যজীবীকে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের প্রকল্পে ৬৫ হাজার টাকার চেক ও ৮ জন মৎস্যজীবীকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে ঋণের মঞ্জুরীপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস ও অন্যান্য অতিথিগণ সুবিধাভোগীদের হাতে এই সহায়তা তুলে দেন।

******